স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেহেরপুরে কিশোরদের করণীয় বিষয়ক কর্মশালা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেহেরপুরে কিশোরদের করণীয় বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) আয়োজিত কর্মশালা আজ মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) বেলা ১২ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) সাধারণ সম্পাদক শেখ তৌফিকা রহমান তিশার সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির খুলনা রেঞ্জ উপদেষ্টা রওশন জাহান নূপুর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান।

এছাড়াও এসময় জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল এক্সপোর্ট জাস্টস ফর চিলড্রেন ইউনিসেফ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক শিরিন আক্তার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিলা হাফিয়া, ডিবি ওসি সাইফুল ইসলাম, সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়া, মাদকদ্রব্যের পরিদর্শক আবুল হাশেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় স্মার্ট বাংলাদেশ

বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কিশোর ও কিশোরদের নিয়ে সেমিনার

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির পুনাকের আয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যো এক ঝাঁক কিশোর ও কিশোরদের নিয়ে সেমিনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের ড্রিল শেডে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি পুনাকের সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস।

সেমিনার সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা পুনাকের সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস। এরপর শুরু হয় চুয়াডাঙ্গা জেলার শিক্ষার্থী ও কিশোর কিশোরীদের সুপথে ফেরার গল্প ও কিভাবে সুস্থ সবল জীবন গড়া যায় তা নিয়ে সবাই সবার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে সেমিনারে। এরপর কিশোর অপরাধ বন্ধ দমন করা নিয়ে আলোচনা সভায় উঠে আসে। মাদক মুক্ত কিশোর কিশোরী গড়তে হবে। সমাজে কোন রকম কিশোর গ্যাং তৈরি করা যাবে না। আগামি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জন্য কিশোর কিশোরীদের ভুমিকা থাকবে। মাদক মুক্ত সমাজ গড়লে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা আরও সহজ হবে বলে সভায় আলোচনা করা হয়। কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি যাতে কোন ভাবে না হয়। সেজন্য সকল কিশোর কিশোরীদের সচেতনার তাগিদ দেয়া হয় সভায়।

এসময় সভার প্রধান অতিথি খুলনা রেঞ্জের পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা রওশন জাহান নূপুর বলেন, আজকের কিশোর কিশোরীরা সামনের দিনের ভবিষ্যত। তাই কিশোর কিশোরী দের মাদক মুক্ত সমাজ গড়তে হবে। আজকের এই সেমিনারের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা তারা তাদের নতুন ভাবে নিজেকে জাগ্রত করবে। আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কিশোর কিশোরীদের অবদান রাখবে। সমাজের কিশোর গ্যাং অপরাধ দমনে কাজ করবে সমাজের সকল কিশোর কিশোরীরা। কিশোর কিশোরী যাতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য এই সেমিনারের আয়োজন। সেমিনারের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা নতুন ভাবে জাগরণ গড়ে তুলবে বলে মনে করি।

এসময় সেমিনার সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর কে ফয়জুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জজ কোর্টের জেলা লিগ্যাল এইড

অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ সাইফুদ্দীন হোসাইন, দর্শনা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: মফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুন্সি আবু সাইফ, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ আকলিমা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা জজ কোর্টের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাই বুনাল স্পেশাল পিপি অ্যাড. আবু তালেব বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশীদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মানিক আকবর, চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরীন আক্তার, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন কর্মকর্তা ছানোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক হাসানুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চা সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, দৈনিক আকাশ খবরের সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি, প্রমুখ।

সেমিনারের শেষ পর্বে অংশ গ্রহণকারি সকল কিশোর কিশোরীদের মাঝে বিভিন্ন লেখকদের বই তুলে দেয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট বিতরণ

“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য” প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সরকারি ও এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আয়োজনে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের এ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৪৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭ টি মাদ্রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ১শ ১১টি ট্যাবলেট বিতরন করা হয়।

ট্যাবলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ¯স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে বর্তমান সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণে বছরের প্রথম দিনে যেমন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, তেমনই বিনামূল্যে ট্যাব বিতরণের কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে। পর্যায় ক্রমে সকল শিক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব তুলে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিদীপ্ত, সাশ্রয়ী, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারি কমিশনার রেজওয়ানা নাহিদ, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের তদন্তকারী কর্মকর্তা মফিজুল হক। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যাক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষকা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকসহ ৫৬টি শিক্ষা মেধাবী শিক্ষার্থী।

মেহেরপুরে তথ্য অফিস আয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ

শীর্ষক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২ মার্চ) জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন, মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষপদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক।

এসময় অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশ নির্মাণে প্রান্তিক পর্যায়ে নাগরিকদের স্মার্ট হওয়া খুব জরুরী ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে করণীয় সম্পর্কে তারা তাদের নিজ নিজ মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তার ধারণাপত্র উপস্থাপনায় ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের কি করণীয়’ ও স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত্তি- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ এবং স্মার্ট অর্থনীতির ব্যাপারে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন। এছাড়াও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও বিশেষ সংযোজন হিসেবে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ কেমন হবে এই সম্পর্কিত ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

শেষে সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ কেমন হবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেন।

তিনি আরও বলেন স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্টলি সকল সেবা পাওয়া যাবে। এছাড়াও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে স্মার্টলি কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ সহ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা কামনা করেন।

উক্ত মতবিনিময় সভায় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ, সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।